Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Original Research

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সাম্প্রতিক ধারা ও কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক সেবা: একটি সমীক্ষা

সুজন মিয়া[১]*, মোঃ জাহিদুর রহমান[২]

[১]সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
[২]মোঃ জাহিদুর রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ও রেজিস্ট্রেড গবেষক, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
* Corresponding Author: সুজন মিয়া; ই-মেইল : sojonmiah515@gmail.com; মোবাইল : +8801726154684
Received: 07/02/2024; Accepted: 12/09/2024; Online available: 30/09/2024

সার-সংক্ষেপ

কিশোর অপরাধ বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এ গবেষণাটির উদ্দেশ্য বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সাম্প্রতিক ধারা তুলে ধরা ও কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক সেবার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। এটি একটি তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক গবেষণা। গবেষণা কার্যটি সামাজিক জরিপ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণাটি কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে টঙ্গী, গাজীপুর ও কিশোরী সংশোধন কেন্দ্রে কোনাবাড়ী, গাজীপুর এ অবস্থানরত কিশোর-কিশোরীদের উপর পরিচালিত হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতিতে অর্থাৎ সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয় গবেষণা পদ্ধতিতে এ গবেষণাটি সম্পাদিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিশোর অপরাধী ও তাদের অভিভাবকদের থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহকে যথাযথ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ কিশোরী বাড়ী থেকে পালিয়ে বিয়ে করা এবং অধিকাংশ কিশোর অপরাধী মাদক সেবন, মাদক ব্যবসা, মাদক পাচার, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন, মারামারি, নারী ও শিশু নির্যাতন, অস্ত্র ও বিস্ফোরক, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, পতিতাবৃত্তি, অপহরণ, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর সম্মানহানী, ব্ল্যাকমেইল ও কিশোর গ্যাং অপরাধে জড়িত। ১৩-১৫ বছর বয়সসীমার মধ্যে অবস্থানকারী কিশোর অপরাধী কর্তৃক বেশি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে এবং অধিকাংশ কিশোর অপরাধী শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত। অপরাধের পিছনে কারণ হিসেবে অধিকাংশ পরিস্থিতির শিকার, অসৎসঙ্গ, দারিদ্র্য, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও পারিবারিক ভাঙ্গন ও সামাজিক কারণকে দায়ী করেছেন। উন্নয়ন কেন্দ্রে আসার পূর্বে অধিকাংশ কিশোর অপরাধী জেলখানায় ও সেফহোমে অবস্থান করেছিল। উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকাংশ কিশোর অপরাধী কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করছে। কিশোর অপরাধীদের প্রতি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্মকর্তা কর্মচারীর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। উত্তরদাতার অধিকাংশই প্রাতিষ্ঠানিক সেবার প্রতি ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন। কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার অবদান হিসেবে সুসংগঠিত কার্যক্রম, শারীরিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা, সকলের ভালো ব্যবহার, কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। অধিকাংশ উত্তরদাতার মতামত হলো, প্রাতিষ্ঠানিক সেবার আওতায় আসার পর কিশোর অপরাধীদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ গবেষণাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। বিশেষ করে বাংলাদেশে শিশু কিশোরদের জন্য যে আইন ও নীতিগুলো রয়েছে সে সকল আইন ও নীতিগুলোর যথাযথ সংশোধনে এ গবেষণাটি নীতি নির্ধারকদের সহায়তা করবে। এছাড়া যারা কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করছেন এমন সরকারি, বেসকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষানবিশ ও নবীন গবেষক সকলের জন্য এ গবেষণাটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

মূল শব্দ সূচক : *কিশোর, কিশোর অপরাধ, বাংলাদেশ, কিশোর সংশোধন কেন্দ্র, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা*

ভূমিকা

রক্তে অর্জিত সোনালী ভূমি, চিরসবুজ বাসস্থান আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতটি মুহূর্ত পাড় করছে। এই দেশে এখন ১৫ বছর থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বাধিক। অর্থনীতির ভাষায় এটিকে বলে ‘ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ড’। পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ডকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে আজ উন্নতির স্বর্ণশিখরে আহরণ করেছে। আমাদের এখন এ সুযোগ এসেছে এবং এটি ২০৪০ সাল পর্যন্ত অব্যহত থাকবে। সুতরাং এখন যারা শিশু-কিশোর তারা অতি দ্রুত এ ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ড এর আওতায় আসবে এবং তাদের সঠিকভাবে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার মাধ্যমে আমাদের দেশের নিদিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে। জাতিসংঘের অন্যতম সহযোগী সংস্থা

© Journal of Gono Bishwabidyalay All Rights Reserved

ইউনিসেফের মতে, বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লাখ। যা আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। সাম্প্রতিক অতি ভয়াবহ ও নতুন বিপদজনক প্রত্যয় হচ্ছে কিশোর অপরাধ। দেশের নগর-শহর-জেলা-উপজেলাসহ প্রান্তিক অঞ্চলেও ইতোমধ্যে এ অপরাধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ সামাজিক অবস্থা, পিতামাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহ-বিবাদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসুস্থ পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষকদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অভাব, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, গঠনমূলক সুষ্ঠ বিনোদনের অভাব, খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা ও সুষ্ঠু মেধা বিকাশের সুযোগের অভাব, চাকরিজীবী পিতামাতার ঘন ঘন কর্মস্থল পরিবর্তন, অপরাধপ্রবণ বন্ধু, প্রতিবেশী ও খেলার সঙ্গীর সঙ্গ, তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বিশেষ করে পর্নোগ্রাফি সাইট, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় দ্রুততম সময়ে শিল্পায়ন ও নগরায়ন, শহর ও বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ, সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, হতাশা, আর্থিক অনটন, পারিবারিক ভাঙ্গন, অশ্লীল চলচ্চিত্র, ইত্যাদি কারণে কিশোর বয়সীদের একটি অংশ কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে [১১, পৃ-৩৭৩]। তবে বর্তমানে কিশোর অপরাধীদের আচরণকে অপরাধ হিসেবে না ধরে বরং মনে করা হয় এরা মানসিক অসুস্থ বা সামঞ্জস্যহীন শিশু। তাই তাদের চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিমা দেশগুলোতে কিশোর অপরাধীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংশোধন করার ব্যবস্থা রয়েছে [৮, পৃ-১৯৩]।

আমাদের দেশে এ অবস্থা এতটা উন্নত না হলেও কিশোর অপরাধীদের বিচারকার্য আলাদাভাবে পরিচালিত হয় এবং তাদের সংশোধনের জন্য রয়েছে নিদিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ব্যবস্থা। শিশু ও কিশোরদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করা হয় শিশু আইন-১৯৭৪। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের অনুসরণে শিশু আইন ১৯৭৪ কে আরও যুগোপযোগী করে শিশু আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া বয়সসসীমার পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের ক্ষেত্রে ১৩ বছর পর্যন্ত এবং কিশোরদের ক্ষেত্রে ১৩-১৮ বছর পর্যন্ত এই আইনের আওতায় পড়ে [১৮]। কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনাসহ সমাজে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ও প্রতিকারের যাবতীয় কার্যক্রম এ আইনে উল্লেখ রয়েছে। শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী দেশের সব থানায় শিশু কিশোরদের বিষয় নিয়ে একটি করে ডেস্ক রাখার কথা বলা হয়েছে। এ আইনে কিশোর অপরাধ মামলার নিষ্পত্তি ও শুনানির জন্য শিশু আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কিশোর অপরাধ মামলার নিষ্পত্তি ও শুনানির জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ১০১ টি ট্রাইব্যুনাল নিয়মিতমিতভাবে এই অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে।

১৯৭৬ সালে ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত হয় কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধন ইনস্টিটিউট। অপরাধ করেছে এমন শিশুদের জন্য রয়েছে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৪ সালে প্রণীত শিশু আইনের ৩ ধারা মোতাবেক অপরাধী শিশু কিশোরদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, ১৯৯৫ সালে যশোরে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অপরাধপ্রবণ শিশুদের মধ্যে মেয়ে রয়েছে। এসকল অপরাধীদের সংশোধনের জন্য ২০০২ সালে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দেশে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করে থাকে [১৮]। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কল্যাণ সমিতির (২০১২) গবেষণায় দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের শিশু-কিশোর কর্তৃক চুরি, ডাকাতি, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য, সন্ত্রাস ও দাঙ্গা, নারী নির্যাতন, খুন, মাদক সেবন ও ব্যবসা, ভবঘুরে প্রভূতি অপরাধ অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকে।

গবেষণা সমস্যা

কিশোর অপরাধ বাংলাদেশের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা। বর্তমানে এ অপরাধটি আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে এবং দেশের আর্থ সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন ব্যাহত করছে। এ অবাঞ্চিত ও ক্ষতিকর অবস্থা হতে জাতি মুক্তি চায়। শিশু-কিশোররাই দেশের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক। কিন্তু এই শিশু কিশোররাই যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট আচরণ করে তবে তাদের দ্বারা গঠনমূলক কোন কাজ করা সম্ভব হয় না [২২]। তাদের অবাঞ্ছিত আচরণ সমাজে বিভিন্ন ধরনের অন্তরায় ও সমস্যা সৃষ্টি করে। আমাদের সমাজে শিশু ও কিশোর অপরাধ অতীত সমাজেও ছিল, বর্তমান সমাজেও রয়েছে বরং অতীত সমাজের চেয়ে বর্তমানে আরো সুসংগঠিতভাবে অবাঞ্ছিত ধরনের কিশোর অপরাধ সংঘঠিত হচ্ছে।

বর্তমানে কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ সমাজের একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কিশোর অপরাধের স্বরূপ বা সংজ্ঞা নিরূপণের জন্য সমাজ বিজ্ঞানীরা তাদের প্রাক-বয়সকালের কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশে ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সের শিশু-কিশোরদের কিশোর বলা হয়। এই বয়সে তাদের দৈহিক পরিবর্তন হয় এবং তারা বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলে তারা স্বাধীনচেতা ও ভাব প্রবণ হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় [২৩]। উক্ত বয়সের কিশোর কিশোরীদের দ্বারা সংগঠিত অসামাজিক কার্যাবলীকেই কিশোর অপরাধ বলা হয়। কিশোর অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধকল্পে এবং কিশোর অপরাধীদের

চারিত্রিক পরিবর্তন আনয়নে বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিশোর অপরাধের উপর বিভিন্ন গবেষণা হলেও বাংলাদেশের কিশোর সংশোধনে অবস্থানরত কিশোরদের উপর খুবই কমই গবেষণা হয়েছে। এ গবেষণাটি সেই শূন্যতা পূরণের অন্যতম একটি প্রয়াস। সুতরাং বর্তমানে আমাদের সমাজের কিশোরদের কর্তৃক কোন ধরনের অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে, এ অপরাধটি কিভাবে ঘটছে এবং এ অপরাধের কারণে কোন ধরনের প্রভাব পড়ছে, কিশোরদের অপরাধ সংশোধন কল্পে সরকারি কী সেবা ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেবা ব্যবস্থার কতটুকু কার্যকারিতা রয়েছে প্রভৃতি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এ গবেষণা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বর্তমান উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রবণতা অত্যন্ত মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, পাশ্চত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, মূল্যবোধের অবক্ষয় ও বৈষম্য প্রভৃতি কারণে এ সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কল্যাণ সমিতি বাংলাদেশ-২০১২ প্রদত্ত তথ্য মতে ২০০১-২০১১ সাল পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় কিশোর অপরাধীদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধের ধরণ-চুরি-১১৬৬টি; ডাকাতি-১৭৬টি; অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য-৬৫১টি; সন্ত্রাস ও দাঙ্গা-২৬৯টি; নারী নির্যাতন-২৬০টি; খুন-১৫০টি; মাদকদ্রব্য-২৬৮টি; নিরাপদ হেফাজত-২২৫টি; সন্দেহমূলক-১১৪১টি; ভবঘুরে-৩৩১টি; এবং অন্যান্য ৪৯৮টি। বাংলাদেশ পুলিশের ২০১২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লাখ। সময়ের আবর্তনে কিশোর অপরাধের ধরণও বদলে গেছে। কিশোররা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। তৈরি হচ্ছে কিশোর গ্যাং। আধিপত্য বিস্তার, চাঁদাবাজি, চুরি, ছিনতাই, থেকে শুরু করে হত্যাসহ নানা অপরাধে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা জড়িত। ৪ জুলাই ২০২২ গণমাধ্যমের প্রকাশিত র‍্যাব সদর দপ্তরের সূত্রমতে, দেশে ২০১৬-২০২১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে র‍্যাব ৬০৮ জন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। শুধু ২০২১ সালেই গ্রেপ্তার হয়েছেন ২৯০ জন কিশোর এবং ২০১৯ সালে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মাদক সেবন, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ১২৯ জন কিশোরকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।

১৬ মে ২০২২ গণমাধ্যমের প্রকাশিত পুলিশ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ১১ লাখ পথশিশু কোনো না কোনো অপরাধে জড়িত। তাদের ৪৪ শতাংশই মাদকাসক্ত। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের তথ্যমতে, কেন্দ্রে অবস্থানরত ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সি কিশোরদের ২০ শতাংশ হত্যা এবং ২৪ শতাংশ কিশোর নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামি। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকসেবন-ক্রয়-বিক্রয়, অস্ত্র ব্যবহার-ব্যবসা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধে জড়াতে বিশেষ মহল কর্তৃক প্রতিনিয়ত প্ররোচিত হচ্ছে। ইউনিসেফ এর ২০২১ রিপোর্ট অনুযায়ী কিশোর অপরাধের প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে ৪৮৪টি মামলায় ৭৫১ জন শিশু-কিশোর আসামী ছিল। ২০২০ সালের প্রথম ছ'মাসে ৮১১টি মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা ১ হাজার ১৯১ জন। ২০১৯ ও ২০২০ সালে কিশোর অপরাধীর হাতে খুন হয়েছে ৩৪ জন। বর্তমানে শুধু রাজধানী ঢাকাতেই ৭৮টির বেশি কিশোর গ্যাং সক্রিয় আছে [১৫]। ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এর প্রকাশিত কিশোর গ্যাং-এর তালিকায় ডিএমপির অধীন আইটি অপরাধ বিভাগের অধীন ৩৩১টি থানা এলাকায় ৫২টি কিশোর গ্যাং-এর নাম প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্যাংয়ের সদস্য সংখ্যা ৬৮২ [১৮]। 'সবার হোক একটাই পণ, কিশোর অপরাধ করব দমন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে র‍্যাব ফোর্সেস লিড এজেন্সি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা কিশোর অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করছে। তারা ২০১৭ সাল থেকে মে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৭ শতাধিক কিশোর অপরাধীকে গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে [১৫]। কিশোর অপরাধ প্রবণতা এইভাবে বাড়তে থাকলে দেশ উন্নতির চূড়ায় আরোহণ করতে পারবেনা। তাই এ সমস্যা সমাধানের বা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি। যেহেতু এসব শিশুরাই আগামীর কর্ণধার। এই কিশোর অপরাধের সাম্প্রতিক ধারার বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভাববার ও চিন্তা করার গুরুত্ব রয়েছে। এমতাবস্থায় কিশোর অপরাধীর অপরাধের কারণ, আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সাম্প্রতিক প্রবণতা উদঘাটনের মাধ্যমে জাতিয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ও গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

কিশোর অপরাধের সাম্প্রতিক ধারা ও কিশোর অপরাধীদের সংশোধনে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সেবার কার্যকারিতা সম্পর্কে অবগত হওয়াই উক্ত গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষ উদ্দেশ্যগুলোকে ব্যক্তিক পর্যায় থেকে সত্যতা উদঘাটনের প্রয়াস করা হয়েছে।

১. কিশোর অপরাধীদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা;
২. প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত কিশোর অপরাধীদের অপরাধের ধরন ও কারণ সম্পর্কে জানা;

৩. কিশোর অপরাধ সংশোধনকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা সম্পর্কে জানা;
৪. কিশোর অপরাধীদের সংশোধনে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সেবার ভূমিকা সম্পর্কে জানা; এবং
৫. প্রাতিষ্ঠানিক সেবার সীমাবদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতা নিরসনে করণীয় সম্পর্কে জানা।

গবেষণা পদ্ধতি

"বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সাম্প্রতিক ধারা ও কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক সেবা : একটি সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণা কার্যটি সামাজিক জরিপ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি একটি তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক গবেষণা। এ গবেষণার সমগ্রক গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে অবস্থিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কোনাবাড়ীতে অবস্থিত কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত সকল কিশোর অপরাধী ও তাদের অভিভাবক। সমগ্রক থেকে বিচারমূলক বা উদ্দেশ্যমূলক (Judgemental/ Purposive Sampling) নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে এ গবেষণার নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। জরিপ পদ্ধতিতে ২টি পর্যায় অর্থাৎ কিশোর অপরাধী (ছেলে-৫১, মেয়ে-৫১) ও তাঁদের অভিভাবক (৫১) থেকে মোট ১৫৩ জনের সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে খোলা ও আবদ্ধ প্রশ্ন রেখে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাটি ঢাকা বিভাগের গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে অবস্থিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কোনাবাড়ীতে অবস্থিত কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত কিশোর অপরাধীদের উপর সম্পাদিত হয়েছে। এ গবেষণাটিতে ১৫-৩-২০১৮ইং থেকে ৩০-৪-২০১৮ইং তারিখ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে অধিকাংশ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২টি সাক্ষাৎকার অনুসূচী করা হয়েছে। কিশোর অপরাধীদের জন্য ৩৭টি প্রশ্ন সম্বলিত সাক্ষাৎকার অনুসূচী এবং তাদের অভিভাবকের জন্য ৩৭টি প্রশ্ন সম্বলিত সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উভয় প্রকার প্রশ্নে কাঠামোবদ্ধ ও খোলা উভয় ধরন রাখা হয়েছে। প্রথমে ১০ জন উত্তরদাতাকে নমুনা হিসেবে নিয়ে উক্ত সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রিটেস্ট করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজ-বিয়োজনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার অনুসূচী চূড়ান্ত করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে বিবেচনা করে সরাসরি সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কিশোর অপরাধীদের মানসিক অবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে অপরাধ, কিশোর অপরাধ, কিশোর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাহিত্য ও গবেষণাপত্র প্রতিবেদন থেকে মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমে সংগৃহীত তথ্যের ভুলভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্যতা দূর করা হয়েছে। এরপর উপাত্তগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। যে ডাটাগুলো ক্যাটাগোরিকাল ছিল না সেগুলো ক্যাটাগোরিকাল করা হয়েছে। শতকরা ও ক্রস টেবিলের মাধ্যমে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে গড় ও শতকরা ব্যবহার করে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রক্রিয়াজাত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্দেশ্যের আলোকে ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

ফলাফল ও আলোচনা

কিশোর অপরাধীদের বয়স সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায়, কিশোর অপরাধীদের বয়সের গড় ১৫.২৩ বছর। সর্বোচ্চ সংখ্যক ৪৯% কিশোর অপরাধীর বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে এবং ৮% কিশোর অপরাধীর বয়স ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। আর এক-তৃতীয়াংশ (৩৭%) কিশোর অপরাধীর বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। বিন্যাস থেকে আর একটি বিষয় দেখা যায় এখানে ১৮ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিও রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, কিশোর অপরাধ প্রবণতার হার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় ১৩ থেকে ১৮ বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যা শতকরা ৪৯%।

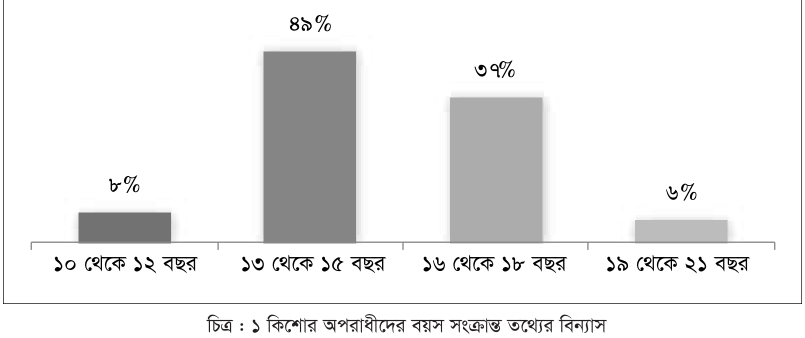

চিত্র : ১ কিশোর অপরাধীদের বয়স সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

কিশোর অপরাধীদের অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য

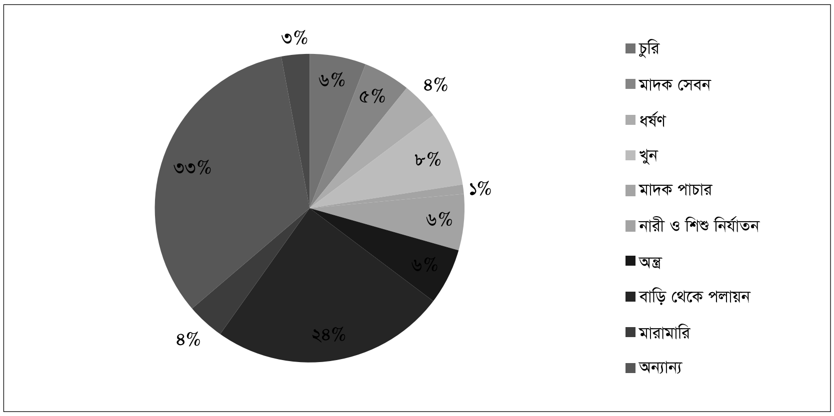

চিত্র: ০২ কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

কিশোর অপরধীদের অপরাধের ধরন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায়, কিশোর অপরাধীরা বেশি বাড়ী থেকে পলায়নের (২৪%) সাথে জড়িত যা এক-পঞ্চমাংশের কিছু বেশি এবং অধিকাংশ মেয়ে। কিশোর অপরাধীরা মাদক পাচার করছে (১%) যা সবচেয়ে কম। কিশোর অপরাধীরা চুরি, নারী ও শিশু নির্যাতন, অস্ত্র ও বিস্ফোরকের মত অপরাধ করেছে সকল ক্ষেত্রে যা ৬ শতাংশ, খুনের মত বড় অপরাধের সাথে জড়িত ৮ শতাংশ, মাদক সেবন ৫ শতাংশ, ছিনতাই ৩ শতাংশ, ধর্ষণ ৪ শতাংশ, এবং মারামারীতে ৪ শতাংশ কিশোর অপরাধী জড়িত রয়েছে। এছাড়া কিশোর অপরাধীদের অন্যান্য অপরাধ এক-তৃতীয়াংশের বেশি। অন্যান্য অপরাধের মধ্যে বেশি হচ্ছে পালিয়ে বিয়ে করা, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর সম্মানহানী, ছেলেদের সাথে আড্ডা, অপহরণ প্রভৃতি। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় কিশোর অপরাধীরা সবচেয়ে বেশি বাড়ী থেকে পলায়নের সাথে জড়িত।

কিশোর অপরাধীদের সংগঠিত অপরাধের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাসে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক ৭৩% কিশোর অপরাধী স্ব-ইচ্ছায় এককভাবে অপরাধটি ঘটিয়েছিল যা প্রায় চার-তৃতীয়াংশের মত, অন্যদিকে ২৭% শতংাশ কিশোর অপরাধীর অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল দলীয় ভাবে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় অধিকাংশ কিশোর অপরাধী স্ব-ইচ্ছায় এককভাবে অপরাধ করেছে।

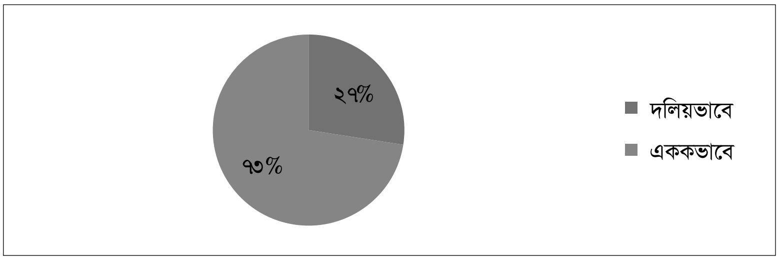

চিত্র : ০৩ কিশোর অপরাধীদের অপরাধ সংগঠনের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

কিশোর অপরাধীদের কেসের ধরন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাসে দেখা যায়, কিশোর অপরাধীদের ৬০ শতাংশ কেস পুলিশ কর্তৃক অন্যদিকে ৪০ শতাংশ কেস অভিভাবক কর্তৃক করা হয়েছে।

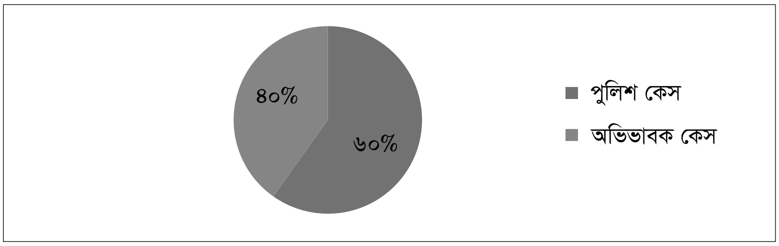

চিত্র: ৩.১ কিশোর অপরাধীদের কেসের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

কিশোর অপরাধীদের অপরাধের পিছনে কারণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক কিশোর অপরাধী ২৭% পরিস্থিতির শিকার হয়ে অপরাধটি করেছে। অন্যদিকে আবেগের বশবর্তী হয়ে অপরাধ করা কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ২৫ শতাংশ। পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও পারিবারিক ভাঙ্গনের ফলে অপরাধে জড়িয়েছে যথাক্রমে ১২ ও ৩ শতাংশ কিশোর অপরাধী। কিশোর অপরাধের পিছনে অন্য আর একটি কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য যার প্রভাবে ১০% কিশোর অপরাধ মূলক আচরণ করেছে।

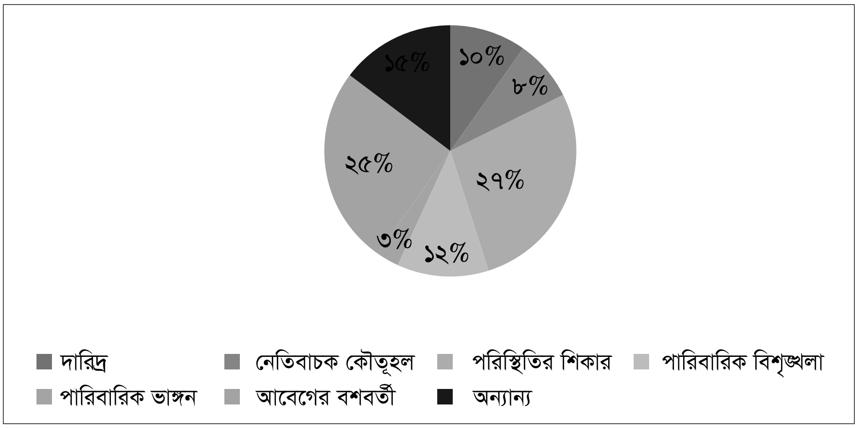

চিত্র : ০৪ কিশোর অপরাধীদের অপরাধের পিছনে কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সারণী ০১ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৮.২৪%) কিশোর অপরাধী প্রতিষ্ঠানে ১-৩ মাসের মধ্যে অবস্থান করছে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক (০.৯৮%) কিশোর অপরাধী প্রতিষ্ঠানে ২০-১৩ মাসের মধ্যে অবস্থান করছে। এছাড়া ২৫.৪৯ শতাংশ কিশোর অপরাধী প্রতিষ্ঠানে ৪-৬ মাসের মধ্যে অবস্থান করছে এবং ১২.৭৫ শতাংশ কিশোর অপরাধী প্রতিষ্ঠানে ১০-১৩ মাসের মধ্যে অবস্থান করছে। লক্ষণীয় যে, এখানে ২ বছরের অধিক সময় অবস্থানকারী ৫.৮৮ শতাংশ কিশোর অপরাধী রয়েছে।

সারণী- ১ : কিশোর অপরাধীদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের সময় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

অবস্থানকাল	কিশোর অপরাধী	শতকরা হার (%)
১-৩ মাস	৩৯	৩৮.২৪
৪-৬ মাস	২৬	২৫.৪৯
৭-৯ মাস	১০	০৯.৮০
১০-১৩ মাস	১৩	১২.৭৫
১৪-১৬ মাস	০৪	০৩.৯২
১৭-১৯ মাস	০৩	০২.৯৪
২০-২৩ মাস	০১	০০.৯৮
২৪-২৬ মাস	০৬	০৫.৮৮
মোট	**১০২**	**১০০**

কিশোর অপরাধীদের প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষা সেবা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক কিশোর অপরাধী (৫৩%) কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় রয়েছে। সাধারণ শিক্ষা গ্রহণকারী কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ৩৩ শতাংশ অন্যদিকে অন্যান্য শিক্ষার আওতায় রয়েছে ১৪ শতাংশ।

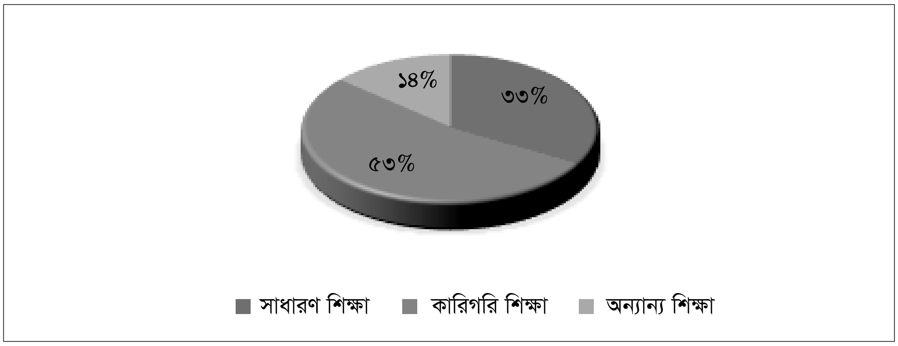

চিত্র-৫: কিশোর অপরাধীদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

চিত্র ৫.১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক কিশোর অপরাধী (৫৩%) সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এখান থেকে কিশোরীরা সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে ভবিষৎতে স্বাবলম্বী হতে পারবে। এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণের আওতায় রয়েছে ২৪ শতাংশ কিশোরী। আর কাঠের কাজ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আওতায় রয়েছে ১২ ও ৭ শতাংশ কিশোর। এছাড়া ইলেকট্রিসিটি প্রশিক্ষণের আওতায় রয়েছে ৪ শতাংশ। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, কিশোরী অপেক্ষা কিশোরদের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশি ইতিবাচক।

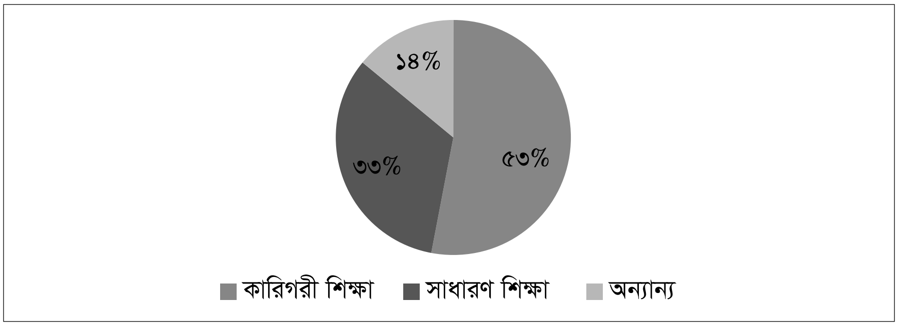

চিত্র-৫.১: কিশোর অপরাধীদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনে কার্যকরী সেবার ধরন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাসে (চিত্র-৬) দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক কিশোর অপরাধী (৬২%) অপরাধ সংশোধনে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা অধিক কার্যকরী বলে অভিমত প্রদান করছে। অন্যদিকে ৩৮ শতাংশ কিশোর অপরাধী অপরাধ সংশোধনে অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবার প্রতি তাদের অভিমত প্রদান করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশাধনে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার উপযোগিতা বেশি।

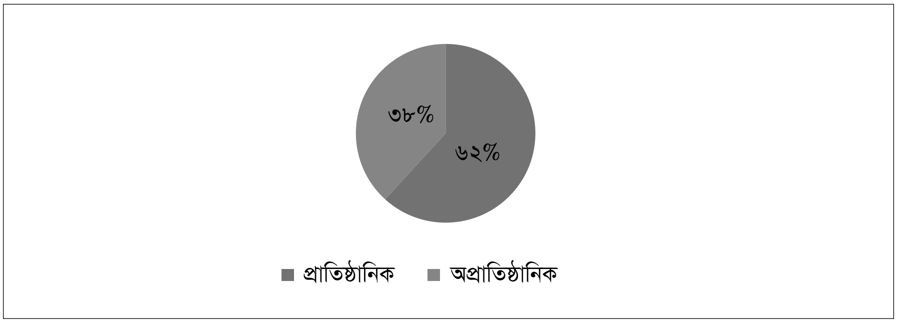

চিত্র-৬: কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনে কার্যকরী সেবার ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সারণী-০২ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৪.২৯%) কিশোর অপরাধী আচরণ সংশোধনে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ভালো ব্যবহার এবং একসাথে অনেকের সাথে থাকা ও খেলাধুলা করা যায় সে কথা বলেছেন। আর ১৩.১০

শতাংশ কিশোর অপরাধী লেখা-পড়া করা যায় এবং ৯.৫২ শতাংশ কিশোর অপরাধী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া ৮.৩৩ শতাংশ কিশোর অপরাধী স্নেহ-মমতার মাধ্যমে শিক্ষা এবং ৭.১৪ শতাংশ কিশোর অপরাধী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ভাল দেখাশোনার কথা বলেন।

সারণী ২ : কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনে প্রতিষ্ঠানিক সেবার পিছনে যুক্তি সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্যারেরা ভাল দেখা-শোনা করে	০৬	০৭.১৪
নিজেদের ভুল এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি	০৪	০৪.৭৬
বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আছে	০৮	০৯.৫২
লেখা-পড়া করতে পারি	১১	১৩.১০
সকলেই ভালো ব্যবহার করে	১২	১৪.২৯
সংঘবদ্ধভাবে থাকা যায় এবং বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়।	০৫	০৫.৯৫
নিরাপত্তা বেস্টিত পরিবেশ।	০৪	০৪.৭৬
পরিবারের মতো দেখা-শোনা করে।	০৪	০৪.৭৬
অনেকের সাথে থাকা যায় ও খেলাধূলা করা যায়।	১২	১৪.২৯
স্নেহ মমতার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়।	০৭	০৮.৩৩
অন্যান্য *	১১	১৩.০৭
মোট	**৮৪**	**১০০**

চিত্র ৭ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক (৭৭%) কিশোর অপরাধী আচরণ সংশোধনে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার কার্যকারিতার উপর হ্যাঁ সূচক মতামত প্রদান করে। অন্যদিকে মাত্র ২৩ শতাংশ কিশোর অপরাধী না বোধক মতামত প্রদান করেন।

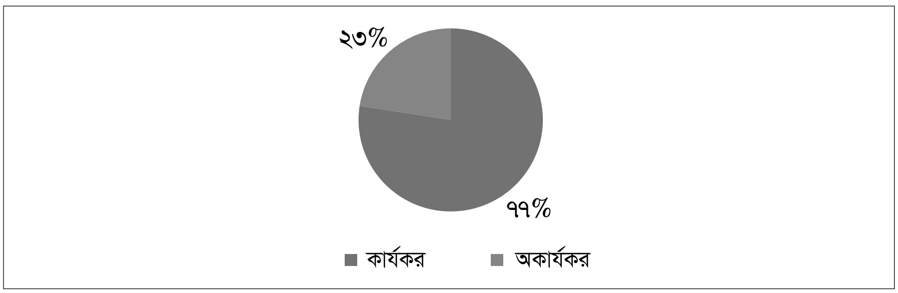

চিত্র ৭ : আচরণ সংশোধনে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার কার্যকারিতার প্রতি কিশোর অপরাধীদের মতামত সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সারণী ৩ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৪.০২%) কিশোর অপরাধী বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কিশোরদের প্রতি অভিভাবকদের ভাল আচরণের কথা এবং লেখা-পড়ার সুযোগ সৃষ্টির কথা বলেছেন। লেখা-পড়ার মাধ্যমে মানুষের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ হবে। আর ৯.৩৫ শতাংশ কিশোর অপরাধী আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার কথা এবং ১১.২১ শতাংশ কিশোর অপরাধি পারিবারিক ঐক্য শৃংখলার বজায় রাখার কথা বলেছেন। এছাড়া ৮.৪১ শতাংশ কিশোর অপরাধী পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ৪.৬৭ শতাংশ কিশোর অপরাধী সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। অন্যদিকে ৩.৭৪ শতাংশ করে কিশোর অপরাধী আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা কথা বলেছেন।

সারণী ৩ : বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কিশোর অপরাধীদের সুপারিশ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সুপারিশ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
কিশোরদের প্রতি অভিভাবকদের ভালো আচরণ করা	১৫	১৪.০২
লেখা-পড়ার সুযোগ সৃষ্টি	১৫	১৪.০২

সুপারিশ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা	১০	০৯.৩৫
পারিবারিক ঐক্য ও শৃংখলা বজায় রাখা	১২	১১.২১
দারিদ্র্য দূরীকরণ	০৬	০৫.৬১
আবেগ নিয়ন্ত্রণ	০৪	০৩.৭৪
সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করা	০৭	০৬.৫৪
মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	০৫	০৪.৬৭
শিশুর মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা	০৪	০৩.৭৪
পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি	০৯	০৮.৪১
অন্যান্য *	২০	১৮.৬৯
মোট	**১০৭**	**১০০**

চিত্র ৮ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক (২৭%) অভিভাবকের কিশোর বাড়ী থেকে পলায়ন অপরাধে অভিযুক্ত এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক (২%) কিশোর অপরাধী ধর্ষণ অপরাধ করেছে।

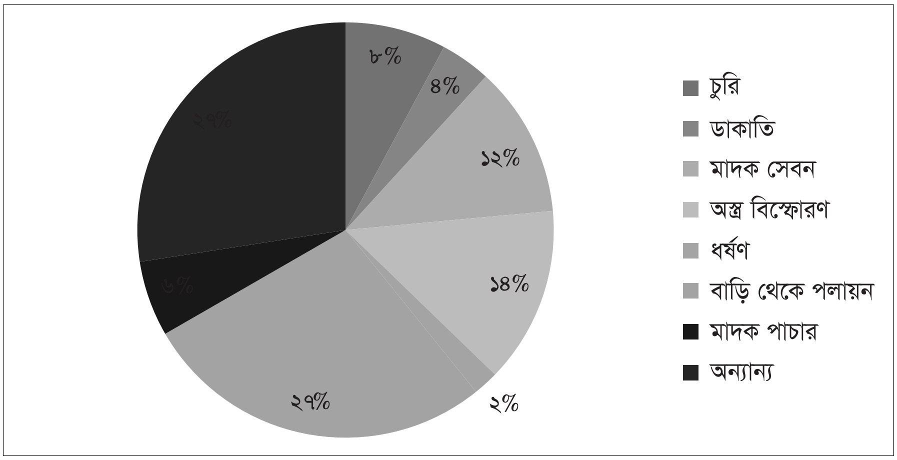

চিত্র ৮ : অভিভাবকের কিশোরের অপরাধের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

১৪ শতাংশ কিশোর অপরাধী অস্ত্র ও বিস্ফোরক এবং ১২ শতাংশ কিশোর অপরাধী মাদক সেবন অপরাধে অভিযুক্ত। অন্যদিকে ৮ শতাংশ চুরি, ৪ শতাংশ ডাকাতি, ৬ শতাংশ মাদক পাচার অপরাধে অভিযুক্ত।

চিত্র ৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক (৮৮% অভিভাবক মতামত প্রদান করেন যে তার কিশোরদের অপরাধ আচরণ সংশোধনে প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে মাত্র ১২ শতাংশ অভিভাবক মনে করেন অপরাধ আচরণ সংশোধনে প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখছে না।

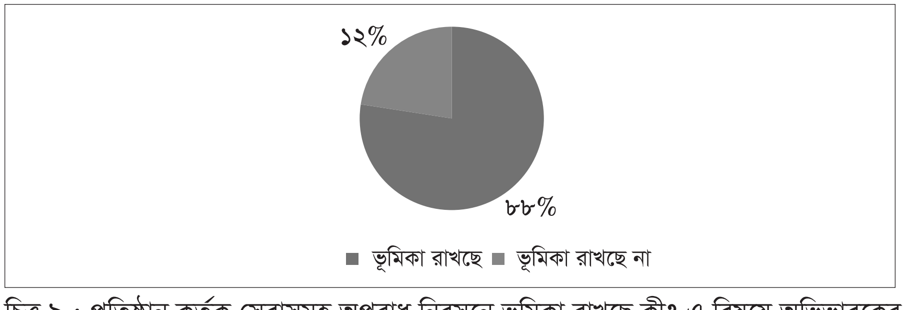

চিত্র ৯ : প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাসমূহ অপরাধ নিরসনে ভূমিকা রাখছে কী? এ বিষয়ে অভিভাবকের মতামত সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সংশোধন কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অভিভাবকদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় (চিত্র-১০), সর্বোচ্চ সংখ্যক (৫১%)

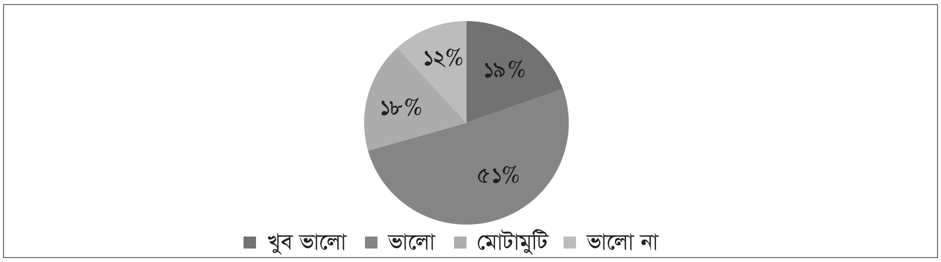

চিত্র-১০: প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতি অভিভাবকের মতামত সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

অভিভাবক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধার প্রতি ভালো মনোভাব পোষণ করেন। ১৯ শতাংশ অভিভাবক খুব ভালো এবং ১৮ শতাংশ অভিভাবক মোটমুটি মনোভাব পোষণ করেন। অন্যদিকে ১২ শতাংশ অভিভাবক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধার প্রতি ভাল মনোভাব পোষণ করেন না।

প্রতিষ্ঠানিক সেবার আওতায় আসার পর কিশোর অপরাধীদের আচরণের পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস দেখা যায় (চিত্র-১১), সর্বোচ্চ সংখ্যক (৬৭%) অভিভাবক মতামত দেন প্রাতিষ্ঠানিক সেবার আওতায় কিশোর অপরাধীদের ইতিবাচক পরির্বতন হয়েছে। অন্যদিকে ৩৩ শতাংশ অভিভাবক মতামত দেন প্রাতিষ্ঠানিক সেবার আওতায় কিশোর অপরাধীদের আচরণে আর নেতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

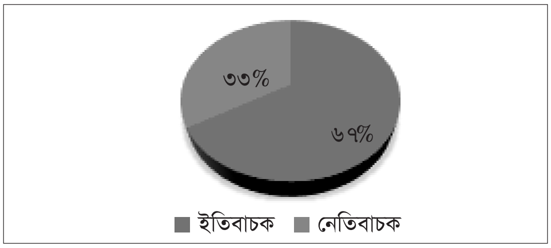

চিত্র-১১: প্রাতিষ্ঠানিক সেবার আওতার আসার পর কিশোরদের আচরনের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

সারণী-৪ এর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যাক (২৭%) প্রতিষ্ঠানিক সেবার প্রতি ইতিবাচক মতামত প্রদানকারী অভিভাবক কিশোরদের মানসিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সঠিক হয়েছে এ মতামত প্রদান করেন। আর ১৬ শতাংশ করে অভিভাবক কিশোরদের ইতিবাচক পরিবর্তন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে ও এখান থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করছে উল্লেখ করেন। ১২ শতাংশ অভিভাবক বলেন তার কিশোর অপরাধীর অপরাধ না করার মনোভাব গড়ে উঠেছে। এছাড়া ৬ শতাংশ করে অভিভাবক মতামত দেন এখান থেকে নৈতিক শিক্ষা পাচ্ছে নমনীয়তা বেড়েছে।

সারণী-৪: প্রাতিষ্ঠানিক সেবার আওতায় আসার পর কিশোরদের ইতিবাচক যে ধরনের পরিবর্তন হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস।

পরিবর্তন সমূহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভালো পরিবেশ আছে	০১	০১.৯৬
মানসিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি	১৪	২৭.৪৫
এখান থেকে নৈতিক শিক্ষা পাচ্ছে	০৩	০৫.৮৮
নিজের ভুল বুঝতে পারছে	০৮	১৫.৬৮
অপরাধ না করা মনোভাব গড়ে উঠছে	০৬	১১.৭৫
বাবা-মাকে সহ্য করতে পারা	০৫	০৯.৮০
এখান থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করছে	০৮	১৫.৬৮
ভালো হয়ে যাওয়া	০৩	০৫.৮৮
নমনীয়তা বাড়ছে	০৩	০৫.৮৮
মোট	**৫১**	**১০০.০০**

*একাধিক উত্তর রয়েছে

সমাজের মানুষের স্বাভাবিক ও কাঙ্খিত জীবন-যাপনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ও সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে অপরাধের অস্তিত্ব সব সমাজেই কমবেশি দেখা যায়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিশোর অপরাধের প্রকার ও মাত্রায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার কল্যাণ সমিতির গবেষণায় দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশের শিশু-কিশোর কর্তৃক চুরি, ডাকাতি, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য, সন্ত্রাস ও দাঙ্গা, নারী নির্যাতন, খুন, মাদক সেবন ও ব্যবসা, ভবঘুরে প্রভৃতি অপরাধ অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকে। এ গবেষণাটিকে এটা দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ কিশোরী বাড়ী থেকে পালিয়ে বিয়ে করা এবং অধিকাংশ কিশোর অপরাধী মাদক সেবন, মাদক ব্যবসা, মাদক পাচার, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন, মারামারি, নারী ও শিশু নির্যাতন, অস্ত্র ও বিস্ফোরক, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, পতিতাবৃত্তি, অপহরণ, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর সম্মানহানী, ব্ল্যাকমেইল ও কিশোর গ্যাং অপরাধে জড়িত। অথ্যাৎ কিশোর অপরাধের মধ্যে আগের থেকে ভিন্নতা এসেছে এবং অপরাধের সংখ্যাও বেড়েছে। আর এসব অপরাধের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সম্পদের অসম বন্টন, শিল্পায়ন ও শহরায়ন, ভিনদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গন, অসৎ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ, ইন্টারনেট, পরিস্থিতির শিকার, দারিদ্র্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় অন্যতম কারণ।

এমতাবস্থায় এই জটিল বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে এবং সমাজের স্থিতিশীলতা বজায়ে আইনের প্রয়োগ এবং বিধান কিশোরদের সংশোধনী ব্যবস্থা আরও সুসংঘঠিত, বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক কিশোর অপরাধীদের পরিপূর্ণ সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে তাদের স্বাভাবিক পুনর্বাসন এবং সামাজিক জীবনে মর্যাদাবহ জীবন যাপনের সহায়ক অনুকূল জীবন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এজন্য প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ে ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী নীতি নির্ধারণ করা ও এগুলো বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার পাশাপাশি কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, অভিভাবক, শিক্ষক, সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা যা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সাম্প্রতিক অবস্থা এবং সংশোধনী ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এই তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমানে কিশোর অপরাধ প্রবণতা বিভিন্নমুখী ধারণ করেছে। দেখা গেছে, কিশোরদের অপরাধ প্রবণ হবার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অনেকাংশে দায়ী। এসব কারণগুলো চিহ্নিত করে কিশোর অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ ও সংশোধনকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তা অচিরেই ভয়াবহ পরিস্থিতির রূপ লাভ করবে।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

সমাজের মানুষের স্বাভাবিক ও বঞ্চিত জীবন-যাপনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী ও সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে অপরাধের অস্তিত্ব সব সমাজেই কমবেশি দেখা যায়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিশোর অপরাধের প্রকার ও মাত্রায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সম্পদের অসম বন্টন, শিল্পায়ন ও শহরায়ন, ভিনদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গন, অসৎ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ, ইন্টারনেট, পরিস্থিতির শিকার, দারিদ্র্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ প্রবণতার জন্য অন্যতম কারণ। এমতাবস্থায় এই জটিল বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে এবং সমাজের স্থিতিশীলতা বজায়ে আইনের প্রয়োগ এবং বিধান কিশোরদের সংশোধনী ব্যবস্থা আরও সুসংগঠিত, বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক কিশোর অপরাধীদের পরিপূর্ণ সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে তাদের স্বাভাবিক পুনর্বাসন এবং সামাজিক জীবনে মর্যাদাবহ জীবন যাপনের সহায়ক অনুকূল জীবন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এজন্য প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ে ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী নীতি নির্ধারণ করা ও এগুলো বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার পাশাপাশি কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, অভিভাবক, শিক্ষক, সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা যা অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমান গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সাম্প্রতিক অবস্থা এবং সংশোধনী ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এই তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বর্তমানে কিশোর অপরাধ প্রবণতা বিভিন্নমুখী ধারণ করেছে। কিন্তু দেখা গেছে, কিশোরদের অপরাধ প্রবণ হবার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও

সাংস্কৃতিক অবস্থা অনেকাংশে দায়ী। এসব কারণগুলো চিহ্নিত করে কিশোর অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ ও সংশোধনকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে উক্ত গবেষণা সরকার ও নীতি নির্ধারকদের সহায়তা করবে।

কিশোর অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধকল্পে সংশোধনমূলক কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো –

১. শিশু-কিশোরদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার বিকাশ সাধনের জন্য যথাযথভাবে লালন-পালনের ব্যবস্থা করা ও অভিভাবকদের পারিবারিক তত্ত্বাবধান জোরদার করতে হবে, বিশেষ করে মাকে তার সন্তানের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে এবং সন্তানকে প্রয়োজনীয় সঙ্গ দিতে এবং সর্বদা কিশোরদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।
২. ছোটবেলা থেকেই কিশোরদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে কিশোররা সকল ধরনের অপরাধ প্রবণতা হতে নিজেকে দূরে রাখবে।
৩. কিশোরদের সমস্যাগ্রস্ত হবার অন্যতম কারণ হলো সঙ্গদোষ। তাই কিশোরদের যেন খারাপ সঙ্গীর সাথে মেলামেশা করতে না পারে সেদিকে অভিভাবকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।
৪. কিশোরদের প্রতি আদরবশত অতিরিক্ত টাকা পয়সা প্রদান অনেক সময় তার সমস্যাগ্রস্ত হবার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই অপরাধ প্রবণতা রোধকল্পে কিশোরদের হাতে অতিরিক্ত টাকা প্রদান বন্ধ করতে হবে ও কিশোরদের লেখাপড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. শিশু-কিশোরদের চরিত্র হননকারী বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল সিনেমা, ম্যাগাজিন, পত্রিকা ইত্যাদি জাতীয় পর্যায়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। একই সাথে ভিডিও গেমস, ডিস-এন্টেনা ইত্যাদিকেও কিশোরদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
৬. কিশোর অপরাধ প্রবণতা রোধকল্পে সমাজে নেতাদের ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের উদ্যোগে "কমিউনিটি ডিসিপ্লিন টিম" গঠন করে মহল্লায় কিশোরদের আড্ডা দেয়া, মেয়েদের উত্যক্ত করা, ধূমপান করা, চাঁদাবাজী, মাস্তানী, মারামারি ইত্যাদি বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৭. শিশুদের অভিভাবকদের অর্থনৈতকি অনিশ্চয়তা দূরীকরণে নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ এবং এতিম, অসহায় ও অবহেলিত শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৮. সমস্যাগ্রস্ত কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা সংশোধনকল্পে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সংশোধনমূলক কর্মসূচি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সংশোধনকল্পে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
৯. কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনসমূহ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
১০. কিশোর গ্যাং এর ভয়াবহতা রোধকল্পে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। সমাজে নতুন করে যেন কোন কিশোর গ্যাং মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেদিকে সকলের খেয়াল রাখতে হবে।
১১. সমাজে আইনের যথাযথ ব্যাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজের সচেতন জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ধরনের সামাজিকীকরণ সংস্থা যেমন- পরিবার, বিদ্যালয়, শিশু-কিশোর সংগঠনকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার হিসেবে বিবেচিত শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল (২০০৮), বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ সেবা, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ৪৩, ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
২. ইসলাম, খ খ আমিনুল (২০১১), অপরাধবিজ্ঞান, আজিজিয়া বুক ডিপো, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
৩. খান, এ কে এম শওকত আলী, রহমান, মোঃ ওবায়দুর ও হাসান, মোঃ মেহেদী (২০১০) অপরাধবিজ্ঞান, গ্রন্থ কুটির, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০।
৪. খান, বোরহান উদ্দীন (১৯৯৫), অপরাধবিজ্ঞান পরিচিতি, প্রভাতী প্রকাশনী, ৩১৩, নিউ সুপার মার্কেট, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫।
৫. দাস, বি এল (১৯৯৮), অপরাধ বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়), চরশোলাকিয়া, ঈদগাহ্ মাঠ, কিশোরগঞ্জ।
৬. বেগম, সৈয়দা ফিরোজা ও সেলিম, মিঁয়া মুহম্মদ (২০০৪), সামাজিক সমস্যা স্বরূপ ও বিশ্লেষণ, প্রফেসর'স প্রকাশন, ৩৭/১, দোতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
৭. রহমান, মোঃ আতিকুর (২০০৯), সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, অনার্স পাবলিকেশন্স, ৪০ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭।

৮. রহমান, মোঃ আতিকুর (২০১০), বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ সেবাসমূহ, অনার্স পাবলিকেশন্স, ৪০ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা-১২১৭।

৯. পান্না রাণী (২০১১), অপরাধবিজ্ঞান, উপমা প্রকাশন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

১০. শওকতুজ্জামান, সৈয়দ (২০০৩), সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল, রোহেল পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ক, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

১১. শহীদুল্লাহ, মোঃ (২০১১), সমষ্টি সমাজকর্ম, গ্রন্থকুটির, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১২. হাবিব, মোঃ আহসান (২০০৯), অপরাধবিজ্ঞান, গ্রন্থ কুটির, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১৩. চৌধুরী, ড. ইফতেখার উদ্দিন (২০২২), ভয়াবহ অপরাধ থেকে পরিত্রাণ কোন পথে, দৈনিক যুগান্তর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২।

১৪. ইসলাম, নজরুল (২০২৩), কিশোর গ্যাং : রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় 'বড় ভাইয়েরা', দৈনিক প্রথম আলো, ০৯ জুন ২০২৩।

১৫. আহমেদ, মুহাম্মদ মোসতাক (২০২২), কিশোর অপরাধ প্রবণতা ও প্রতিকার, দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মে ২০২২।

১৬. মোমেন, আবুল (২০২৩), কিশোর অপরাধ প্রবণতা কেন বাড়ছে, দৈনিক প্রথম আলো।

১৭. ওয়ারা, উম্মে, (২০২২), কিশোর কেন অপরাধের পথে, দৈনিক প্রথম আলো, ০৫ জুলাই ২০২২।

১৮. ইসলাম, মাজহারুল (২০২১), কিশোর অপরাধ : আইন ও প্রতিকার, নিউজ বাংলা ২৪, ৩১মে ২০২১।

১৯. আউয়াল, কাজী হাবিবুল (২০২১), কিশোর গ্যাং দমনে বাধা যখন শিশু আইন, দৈনিক প্রথম আলো, ০২ নভেম্বর ২০২১।

২০. ওহমান, খন্দকার ফারজানা (২০২২), বাংলাদেশে কিশোর অপরাধঃ দায়ভার কার, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ০৬ জুলাই ২০২২।

২১. মামুন, আব্দুল্লাহ (২০১৯), ভয়ঙ্কর অপরাধে কিশোররা, দৈনিক ইনকিলাব, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

২২. UNICEF Juvenile Dilinquency Report 2021.

২৩. Bangladesh Bureau of Stasistics (BBS) report 2022.

২৪. Department of Socil Service (DSS) Report 2022.

২৫. Barker, Robert L. (1995). Social Work Dictionary, Washington D.C, America.

২৬. Ferdous, Nahid, Juvenile Justice System in Bangladesh, 2012.